RAY: International Journal of Multidisciplinary Studies, E-ISSN: 2456-3064
Volume IV, No. 2, October, 2019, pp. 59-62.

নির্বাচিত উপন্যাসেঃ আত্মঘাতী যুবসমাজ

Ranu Biswas
Assistant Professor,
Department of Bengali,
Dwijendralal College,
Krishnanagar, Nadia, India.
ranubiswas2009@gmail.com

কথাবস্তুর কাঠামো **(Structure Abstract):**

'আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে / আমি যেন সেই কাজ করি ভালো মনে'- এই আপ্তবাক্যে নবীন প্রজন্মের আস্থা প্রায় অবশিষ্ট নেই বললেই চলে ।তাদের অশোভনীয় আচরণ বা লঘু-গুরু জ্ঞানের অজ্ঞানতায় আমরা আহত হই। তাদের কথা "আমরা এমন এক টাইমে এসে পরেছি যখন সব ব্যাপার প্যাঁচালো , কঠিন হয়ে গেছে – আমাদের ভালোলাগা, মন্দ লাগা, পছন্দ করা, ভক্তি-ফক্তি , মায় তোর ভালোবাসা পর্যন্ত" (বিমল কর - এই এই যুবকেরা / ১৩৮৮)

উদ্দেশ্য **(Purpose)** / পদ্ধতি / প্রকরণ **(Methodology):** সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে প্রগতি ও পশ্চাৎগতির ছাপ একই সাথে দেখা যায় । সেখানে প্রাচীনপন্থী বিশ্বাস ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি একই সঙ্গে ধরা পড়ে; পরস্পর বিরোধী মনোভাব, ভালবাসা- ক্ষোভ একই সূত্রে গ্রথিত হয় । আধুনিকমনস্ক লেখকেরা ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে 'গল্পের প্লট' করে, তাতে পাঠক যেমন বিস্মিত হয় তেমনি শঙ্কিত হয় মনে মনে । চরিত্র তথা ব্যক্তিত্বের অন্বেষণ ও আত্মানুসন্ধান থেকে একজন যতার্থ (সৎ না অসৎ?) মানুষকে আমরা চিনতে পারি ।

উপপদ **(Findings)** / মৌলিকতা / মূল্য **(Originality):** স্বাধীনতা উত্তরপর্বে মধ্যবিত্ত মানুষ এক প্রবল নৈরাশ্য গহ্বরে পতিত হয়েছে । এতদিনকার সংস্কার বিসর্জন দিয়ে আধুনিকমুখী মানবসমাজ হয়ে পরেছে অশান্ত ও উত্তেজিত । সেই প্রভাব সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য যায় 'যুবসমাজে' - 'এস্টাব্লিশমেন্টের'প্রতি আনুগত্য ও তার সাথে আপোষ, অথচ অন্তরের তারুণ্যের বিদ্রোহ, হঠকারিতা, সাহসী সংগ্রাম; একই সাথে নতুন পৃথিবী অন্বেষণে তীব্র ব্যকুলতা ও আন্তরিকতা - বিশ্বাস – প্রত্যয়কে ফিরে পাবার তীব্র বাসনায় আগ্রহী হয়ে 'যুবসমাজ' প্রায়ই দিশেহারা । অথচ এই যুবসমাজ আমাদের মেরুদণ্ড, আমাদের ভবিষ্যৎ ।

আমার আলোচ্য (নির্বাচিত) দুটি উপন্যাসে যুবসমাজের অচলাবস্থাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ।

Type of Paper: বিশ্লেষণ মূলক (Analytical)

Keywords: মূল শব্দগুচ্ছ -যুবসমাজ ও নৈতিকতার পতন ।

মূল প্রবন্ধঃ

"আজ যে মূল্যবোধটা সত্যি ছিল, কালই হয়তো তার কোন দাম নেই । আজ যে বিশ্বাসকে ধ্রুব মনে হয়, কাল সেটা ভুয়ো হয়ে যায়"। (সুচিত্রা ভট্টাচার্য) মূল্যবোধের পরিবর্তনকে আমাদের মন থেকে মেনে নিতে পারিনা । কিন্তু যুগ-কালের পরিবর্তনের সাথে সাথেই জীবনের দৃষ্টিভঙ্গির বিবর্তন ঘটে – এটি বাস্তব জীবনের কতটা প্রভাব পড়ে, তা আমাদের জীবনকে স্তব্ধ করে, তাই বিবেচ্য বিষয় ।

অভিভাবক বা গুরুজনকে আমরা দুটি দলে ভাগ করি – ১) পিতা – মাতা, ২) শিক্ষক – শিক্ষিকা। 'গুরুজনকে সন্মান' - শব্দটি আজ জীবাশ্ম । আশাপূর্ণা দেবী "গাছের পাতা নীল" উপন্যাসে অধ্যাপক মৈত্র কিছু ছেলেকে ক্লাসরুম থেকে বার করে ফেলেন; ছাত্ররা তাঁকে ঘেরাও করেন এবং 'ক্ষমা' চাইতে বলেন। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে স্যার বলেন "..... দেখলাম ক্ষমা চাওয়াই উচিত। একা আমি নয়, সমস্ত প্রতিষ্টানের ক্ষমা চাওয়া উচিত।কারণ দিনের পর দিন তোমাদের আমরা ঠকিয়েছি। তোমাদের আমরা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, শোভনতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাশি রাশি টাকা নিয়ে চলেছি কিন্তু দিতে পারিনি সে জিনিস ..... এই প্রতারণার জন্য ক্ষমা চাইছি"। বাড়ী ফেরার সময় অধ্যাপক মৈত্র ভাবতে থাকেন, ছাত্রেরা রাজনীতি করবেই, তিনি যখন ছাত্র ছিলেন, তিনি রাজনীতি করেছিলেন; কিন্তু বর্তমান যুগে রাজনীতি আলাদা । তাঁর মনে হল - "এরা মূঢ অন্ধ, এরা একটা মতলবের শিকাড় মাত্র । তাই এরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে না, ইচ্ছে করে উত্তেজনার সৃষ্টি করে । এরা ছাত্র সেজে এসেছে, সত্যি ছাত্রদের ঘর পোড়াতে"।

নিজ আত্মসন্মান রক্ষাতে প্রফেসর মৈত্র যখন পদত্যাগ করেছিলেন, সেইসময় তাঁর আত্মজ (পুত্র) কমলাক্ষ মাথা ফাটিয়ে বাড়ী আসে, তার কথায় আমরা জানতে পাই "খড়গপুর টেকনিক্যাল স্কুলে ছাত্র – বিক্ষোভ । কারণ - কমলাক্ষের এক বন্ধু তার গার্ল ফ্রেন্ডকে নিয়ে রাস্তায় ঘুরছিলো, কোনো এক মাস্টারমশাই সেটা দেখে হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডকে জানান; আর সেইকারণেই এই বিপত্তি। মৈত্রবাবু ছেলেকে বোঝান, শিক্ষকের গায়ে হাত তোলা অনুচিত; কিন্তু তাঁকে অবাক করে তোলে কমলাক্ষ, সে বলে " আপনাদের আমলের ও সব আদর্শ চলবে না বাবা ..... এ যুগ বলবে মাস্টার হয়েছে বলে মাথা কেনোনি । তুমি টাকার

বিনিময়ে তোমার অধীত বিদ্যা বিক্রি করছ, আমি আমার টাকা দিয়ে সেই বিদ্যা কিনেছি। ..... এর মধ্যে এ সম্পর্ক আসে কী যে আমাকে তুমি কিনে নেবে ? এরপরেই লেখিকার সংযোজন–" চিরদিনই বর্বরতার দাপটে সভ্যতা চাপা পরে যায়, চিৎকারের নীচে মৃদুতা । ..... এরাই আজ যুবসমাজের প্রতিনিধির ভূমিকা নিয়ে আসরে নেমেছে, এদের কণ্ঠ সোচ্চার । সেই উচ্চ চিৎকারে সংস্কৃতির ক্ষীণ কণ্ঠ চাপা পড়ে যাচ্ছে । আশঙ্কা ক্রমশ এরাই বুঝি সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে উঠবে"।

কথা সাহিত্যিক বিমল করের লেখায় বারবার ফিরে আসে ঘুণপোকা সমাজের চিত্র । যে সমাজ গতানুগতিক সংস্কার, ন্যায়নীতির ধারাকে অনুসরণ করে এগিইয়ে চলে আপাতভাবে, কিন্তু যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বয়ে যায় ব্যাধি । ষাট – সত্তরের দশকের সমাজের প্রেক্ষিতে উঠে আসে এই ছবি, লেখক লিখেছেন - " যুদ্ধোত্তর কালে আমাদের দেশেও ক্রমশ এক দেখা দিচ্ছি অবক্ষয়, উচ্ছৃঙ্খলতা, ক্রোধ, ঘৃণা, বিদ্রোহ । সেই অবক্ষয় যে বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তাতে আর সন্দেহ কী ।" স্পেনের গৃহযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে, যখন যুবসমাজের নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল – সেইসময় হুয়ান গোয়াটিসোলো রচনা করেন 'দি ইয়াং অ্যাসাসিনস' নামে একটি স্প্যানিস উপন্যাস । সেই রকম বিমল কর রচনা করলেন, 'যদুবংশ' উপন্যাস ।

পুরাণে যেমন যাদবগণ পরস্পরকে হত্যা লীলায় ব্যস্ত, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ 'ঠুঁটো জগন্নাথ', কিছু করতে পারছেন না; তেমনিউপন্যাসের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখি, ৬০ দ'শকের বাংলার যুবকেরা পতনের দিকে এগিয়ে চলেছে, মহান দেশনায়কেরা কেউ এগিয়ে তাঁদের রক্ষা করতে পারছে না । 'যদুবংশ' এর চার যুবক – সূর্য, বুললি, কৃপাময়, অভয় ঘনিষ্ট বন্ধু । বাবার ধূর্ততা, ভণ্ডামি দেখে অভ্যস্ত সূর্য, দিদি বিজয়াকে সে সন্মান করেনা-"ধন চন্দর যে বাড়ি করেছ, সেই বাড়ী তুমি তোমার নামে বানাতে চাও ..... তুমি কতবড়ো খলিফা মেয়েছেলে আমি জানি না ?" একই রকম পুলিশ অফিসারের ছেলে বুললি, বাবার কালো টাকা ও দাদা-বৌদির অনৈতিকতা তাঁকে পীড়ন করে; সে বাড়ীতে মানসিক আশ্রয় পায়না । বনেদী বাড়ীর ছেলে কৃপাময়ের বাবা ভদ্রলোক, কিন্তু তাঁর মাকে দুইকাকা মানসিক নির্যাতন করে পাগল করে তোলে । নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে অভয়ের একটাই চিন্তা - 'চাকরি' । কিন্তু সমাজ বড়ো নিষ্ঠুর - বেকারের চাকরি জোটেনা – অতল হতাশায় নিমজ্জিত হয় চার যুবক ।

এই চার যুবকের পথের দিশা দেখাতে চেয়েছিলেন গণনাথ (শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায়) - নিজের সঞ্চিত মূল্যবোধ দিয়ে; সূর্য কিছু টাকার বিনিময়ে গণনাথকে বাড়ীর স্বর্ণ প্রদীপ বিক্রি করে । সূর্যের কাছে টাকা মূল্যবান, কিন্তু বাড়ীর ঐতিহ্যকে গণনাথ বাঁচিয়ে রাখেন-কারণ ওই প্রদীপটি 'জন্মসুখী'প্রদীপ । একবার ঠাট্টা করে সূর্য বলেছিল- তার ছেলে হলে ' কোনো প্রদীপ জ্বলবে না, ধুনি জ্বলবে শালা ..... না ধুনি নয় একটা চিতা-ফিতা জ্বালিয়ে দেবো।' কিন্তু সেই প্রদীপটি

যমুনা বিক্রি করে ফেলে - মান-সন্মানে পীড়িত গণনাথ আত্মহত্যা করেন । সূর্য তখন আত্মকণ্ঠে বলে ওঠে "গণাদা, মাইরি গণাদা, আমরা তোমায় মারিনি, মেরেছি? আমাদের জন্য মরলে ? মনে লেগেছিল ? সন্মানে লেগেছিল ? আমাদের কাছে চোট্টা বনে গিয়ে সহ্য করতে পারনি ! বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ? তুমি মাইরি আজব মাল ! কেন যে পিদিমটা রেখেছিলে কা জানে ! ওটা গেল তো কি হল তোমার, তা বলে আফিং খাবে ..... ? গণাদা, এই শালা গণাদা"। এরপরেই চার বন্ধু একসাথে মৃতদেহের কাঁধ দিয়ে নিজেকে শুদ্ধতর করে । এই হল ৬০ দশকের বাংলা - যে দশকের যুব সম্প্রদায় কোন পথের দিশা পাই না ।

বস্তুত আমার অন্বেষণ – আধুনিক যুবসমাজে অনৈতিকতা বাংলা উপন্যাসে কতখানি শৈল্পিক রূপ ধারণ করেছে । বাণিজ্যিক সফলতাকে দূরে সরিয়ে আশাপূর্ণা দেবী ও বিমল কর ঔপন্যাসিকদ্বয় সমকাল চেতনাকে সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন আর সেইখানেই আমরা কিন্ত সমৃদ্ধ হয়েছি । বাস্তবতার নিগূঢ় রূপে আমরা কিছুটা আহত হয়েছি বটে; কিন্ত (আমরা তো জানি) উপন্যাসের মধ্যে কালের ছাপ পরবেই - এ কাজই হল 'শিল্প'।তবে আমরা আশাবাদী । কারণ সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাস শেষপর্যন্ত মানবিক সম্পর্ককে জয়ী করবেই - কারণ জীবনের মন্ত্র আমাদের উচ্চারিত - 'সংশয় নৈরাশ্য পেরিয়ে বিশ্বাসে তার প্রত্যাবর্তন'।

গ্রন্থ ঋণ

১) মূল্যবোধ ও আধুনিক বাংলা উপন্যাস – চিত্তরঞ্জন লাহা - (পুস্তক বিপণি)।

২) বিমল কর উপন্যাসে মহাভারতের প্রসঙ্গ – সবাগতা গুপ্ত – (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ)

৩) সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য-অলোক রায় – (সাহিত্যলোক)

৪) বিমল কর সময়ে অসময়ে উপখ্যানমালা – সম্পাদনা উজ্জ্বলকুমার মজুমদার – (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ)

৫) প্রসঙ্গঃ সমাজ ও সাহিত্য - সুব্রত ঘোষ – (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ)

৬) পঞ্চাশের দশকের কথাকার – সম্পাদনা উজ্জ্বলকুমার মজুমদার – (বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ)